হাদীছ সংকলন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ সংকলন

(১)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

https://archive.org/details/@salim_molla

হাদীছ সংকলন (১)

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬২
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

مجموعة الأحاديث الصحيحة

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
রবীউল আখের ১৪৩৮ হি.
মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারী ২০১৭ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

HADEEṢ SHONKOLON (1) Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

প্রকাশকের নিবেদন

মুসলিম জীবনে হাদীছের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীছ সরাসরি আল্লাহ্র 'অহি'। কুরআন 'অহিয়ে মাতলু' যা তেলাওয়াত করা হয় এবং হাদীছ 'অহিয়ে গায়ের মাতলু' যা তেলাওয়াত করা হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যতটুকু তাঁর নিকটে 'অহি' করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমার উপরে নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) এবং তোমাকে শিখিয়েছেন, যা তুমি জানতে না। তোমার উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপরিসীম' *(নিসা ৪/১১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল- আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী, কর্ম ও সম্মতিকে হাদীছ বলা হয়। যা মুখস্থ করা অত্যন্ত যরূরী। এ বিষয়ে উৎসাহিত করে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, যথাযথভাবে তা স্মরণে রেখেছে ও মুখস্থ করেছে এবং প্রচার করেছে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০; তিরমিযী হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/২২৮)*। এ হাদীছের প্রতি আমল করে ছাহাবায়ে কেরাম কুরআন মাজীদ ও হাদীছ সমূহ মুখস্থ করেছেন। পরবর্তীতে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও মুহাদ্দিছগণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য **'হাদীছ সংকলন'** শীর্ষক বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যাতে তারা অল্প বয়সে এ হাদীছগুলি মুখস্থ করে তাদের আক্বীদা ও আমলকে বিশুদ্ধ করে নিতে পারে এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারে।

এ গ্রন্থটি সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ সকলকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

চতুর্থ শ্রেণী
(৩০টি হাদীছ)

১. عَنْ عُثْمَانَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ-

(১) ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯)*।

২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ-

(২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) আর সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল *'আল-হামদুলিল্লাহ'* (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; তিরমিযী হা/৩৩৮৩; মিশকাত হা/২৩০৬)*।

৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ-

(৩) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ আহার করবে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে সে যেন বলে, *বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ'* (আল্লাহ্র নামে এর শুরু ও শেষ) *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; তিরমিযী হা/১৮৫৮; মিশকাত হা/৪২০২)*।

৪. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ-

(৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর তওবাকারীরাই সর্বোত্তম ভুলকারী' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১)*।

৫. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

(৫) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৯)*।

৬. عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-

(৬) আদী বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। যদিও তা খেজুরের অর্ধাংশের বিনিময়ে হয়' *(বুখারী হা/১৪১৭; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭)*।

৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ-

(৭) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হ'ল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়' *(মুসলিম হা/৭৮৩; বুখারী হা/৬৪৬৫; মিশকাত হা/১২৪২)*।

৮. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ-

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সম্পদের আধিক্য হ'লেই ধনী হয় না; বরং অন্তরের ধনীই হ'ল প্রকৃত ধনী' *(বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; মিশকাত হা/৫১৭০)*।

৯. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

(৯) মু'আবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে মুওয়াযযিনের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে' *(মুসলিম হা/৩৮৭; মিশকাত হা/৬৫৪)*।

১০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ–

(১০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৮১; তিরমিযী হা/১৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩; মিশকাত হা/৩৬৪৫)*।

১১. عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ–

(১১) আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে না' *(তিরমিযী হা/১৯৫৫; আহমাদ হা/১১২৯৮; মিশকাত হা/৩০২৫)*।

১২. عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا–

(১২) উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কানকাটা কৃষ্ণকায়

গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর' *(মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)*।

১৩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ-

(১৩) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম সাথী সে, যে তার সাথীর নিকটে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম সে, যে তার প্রতিবেশীর নিকটে উত্তম' *(তিরমিযী হা/১৯৪৪; দারেমী হা/২৪৩৭; মিশকাত হা/৪৯৮৭; ছহীহাহ হা/১০৩)*।

১৪. عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ-

(১৪) আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপদে রাখা হবে' *(মুসলিম হা/৮০৯; মিশকাত হা/২১২৬)*।

১৫. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا-

(১৫) আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় হাযির করা হবে যে, তার সত্তর হাযার লাগাম হবে এবং প্রত্যেকটি লাগামের সাথে সত্তর হাযার ফেরেশতা থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে-হিঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন' *(মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৫৬৬৬)*।

১৬. عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا- وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا-

(১৬) সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মধ্যে একটু ফাঁকা করলেন' *(বুখারী হা/৫৩০৪; মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

১৭. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

(১৭) আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মদ যাবতীয় অপকর্মের মূল। যে মদ পান করবে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না। যে ব্যক্তি তার পেটে মদের কিছু পরিমাণ রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৬৬৭; ছহীহাহ হা/১৮৫৪)*।

১৮. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ-

(১৮) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর তালক্বীন দিবে (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে থাকবে)' *(মুসলিম হা/৯১৭; মিশকাত হা/১৬১৬)*।

১৯. عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ-

(১৯) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট একদা এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'দু'টি অপরিহার্য বিষয় কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/৯৩)*।

২০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ-

(২০) আনাস বিন মালেকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবা কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত ত্যাগ করে' *(ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪; বায়হাক্বী, শু'আব হা/৯৪৫৭)*।

২১. عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ-

(২১) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে মানব সকল! তোমরা শিরক থেকে বেঁচে থাক। কেননা তা পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্ম' *(আহমাদ হা/১৯৬২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৬)*।

২২. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً-

(২২) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর সত্যিকারঅর্থে ভরসা কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রূযী দিবেন যেমনভাবে পক্ষীকুলকে দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা

পেটে (বাসায়) ফেরে' *(আহমাদ হা/২০৫; তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯)*।

২৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ–

(২৩) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাকবীরে তাহরীমা বা প্রথম তাকবীর প্রাপ্তিসহ একাধারে চল্লিশ দিন (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত) জামা'আতে আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তিপত্র লিখে দেওয়া হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়টি মুনাফিকী থেকে মুক্তি' *(তিরমিযী হা/২৪১; মিশকাত হা/১১৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪০৯)*।

২৪. عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا–

(২৪) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'হিংসা নেই দু'টি বিষয়ে ব্যতীত। ১. যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন। সাথে সাথে তাকে হক-এর পথে তা ব্যয় করার শক্তি দান করেছেন। ২. যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন। যা দিয়ে সে বিচার-ফায়ছালা করে ও যা সে লোকদের শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/১৪০৯; মুসলিম হা/৮১৬)*।

২৫. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ–

(২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়' *(বুখারী হা/৩২৭৭; মুসলিম হা/১০৭৯; মিশকাত হা/১৯৫৬)*।

২৬. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ-

(২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে, যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহূদী ও নাছারারা দেরীতে ইফতার করে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; আহমাদ হা/৯৮০৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৫০৩; মিশকাত হা/১৯৯৫)*।

২৭. عَنْ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ-

(২৭) আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে' *(বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩; মিশকাত হা/১৭২৫)*।

২৮. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا-

(২৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে মানুষকে ডাকে তার জন্য ঠিক ঐ পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যে পরিমাণ ছওয়াব পাবে তাকে অনুসরণকারীদের। এতে

অনুসরণকারীদের ছওয়াব সামান্যতম কমবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে কাউকে ডাকবে সে ঠিক ঐ পরিমাণ গুনাহ পাবে, যে পরিমাণ গুনাহ পাবে তাকে অনুসরণকারীরা। এতে অনুসরণকারীদের গুনাহ সামান্যতম কমানো হবে না' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*।

২৯. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ–

(২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়ে থাকে। ১- মাযলূমের দো'আ ২- মুসাফিরের দো'আ ও ৩- সন্তানের জন্য পিতার দো'আ *(তিরমিযী হা/১৯০৫; আবুদাঊদ হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/২২৫০)*।

৩০. عَنْ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا–

(৩০) আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'সত্যবাদিতা ব্যক্তিকে নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী তাকে জান্নাতের পথ দেখায়। আর মানুষ সত্য কথা বলতে বলতে অবশেষে সত্যবাদীর মর্যাদা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসাবে গণ্য হয়' *(বুখারী হা/৬০৯৪)*।

পঞ্চম শ্রেণী

(১০টি হাদীছ)

১. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ–

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ' *(মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮)*।

২. عن أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ–

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন' *(বুখারী হা/৫৬৪৫; মিশকাত হা/১৫৩৬)*।

৩. عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ–

(৩) আবু শুরাইহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে (তিন বার)? তিনি বললেন, 'যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না' *(বুখারী হা/৬০১৬; মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬২)*।

৪. عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ–

(৪) আবু মাস'ঊদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে,

এটাই তার (রাত্রি জাগরণের) জন্য যথেষ্ট হবে' *(বুখারী হা/৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫)*।

৫. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ–

(৫) কা'ব বিন মালেক (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে মুকাবিলা করা অথবা বোকাদের সাথে ঝগড়া করা অথবা তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইলম শিখে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন' *(তিরমিযী হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/২২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৬)*।

৬. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ–

(৬) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬৬৭)*।

৭. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ–

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে বীরত্ব নেই; বরং ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক' *(বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯; মিশকাত হা/৫১০৫)*।

৮. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِى فَقَالَ : كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ–

(৮) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার ঘাড় ধরে বললেন, 'তুমি দুনিয়াতে থাক একজন আগন্তুক বা মুসাফিরের মত। ইবনু ওমর বলতেন, যখন সন্ধ্যা করবে তখন সকাল করার আশা করো না এবং যখন সকাল করবে তখন সন্ধ্যা করার আশা করো না। অতএব অসুস্থতার পূর্বে তুমি তোমার সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ কর এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই জীবনটাকে সুযোগ হিসাবে নাও' *(বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪)*।

৯. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ-

(৯) জাবের বিন আতীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) নিহত হওয়া ছাড়া আরও সাত শ্রেণীর শহীদ রয়েছে। (১) মহামারী রোগে মৃত (২) ডুবে গিয়ে মৃত (৩) শ্বাসকষ্ট রোগে মৃত (৪) পেটের রোগে মৃত (৫) পুড়ে গিয়ে মৃত (৬) চাপা পড়ে মৃত এবং (৭) সে মহিলা যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে' *(আবুদাঊদ হা/৩১১১; নাসাঈ হা/১৮৪৬; মিশকাত হা/১৫৬১)*।

১০. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

(১০) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত পা বাড়াতে পারবে না। ১- তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা অতিবাহিত করেছিল। ২- তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা নিঃশেষ করেছিল। ৩- তার মাল সম্পর্কে, কোন পথে তা অর্জন করেছিল এবং ৪- কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫- তার ইল্‌ম সম্পর্কে, তদনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না' *(তিরমিযী হা/২৪১৬)*।

ষষ্ঠ শ্রেণী

(৩৫টি হাদীছ)

1. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ–

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ভাল কথা দানের ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

2. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ–

(২) জুবায়ের বিন মুত্ব'ঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২২)*।

3. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ–

(৩) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৪৯৭)*।

4. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ–

(৪) মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০)*।

5. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ طَائِــفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ–

(৫) ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবেই থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*।

৬. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : الحَيَاءُ لاَ يَأتِىْ إلاَّ بِخَيْرٍ.

(৬) ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭১)*।

৭. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ-

(৭) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব কমই খুৎবা দিতেন যেখানে তিনি এ কথাগুলি বলতেন না যে, 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীনদারী নেই যার ওয়াদার ঠিক নেই' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৩৫)*।

8. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ-

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ব্যক্তির ইসলামী সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিহার করা' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৮৩৯)*।

9. عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ-

(৯) জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সূদখোর, সূদ দাতা, সূদের হিসাব লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন এবং বলেছেন, 'অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

১০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'দান সম্পদ কমায় না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন' *(মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯)*।

১১. عن أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

(১১) আনাস (রাঃ) তার পিতা হ'তে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খাবার পর বলবে, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ 'সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন', তাহ'লে তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হবে' *(তিরমিযী হা/৩৪৫৮; মিশকাত হা/৪৩৪৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৪২)*।

১২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

(১২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু’জন ফিরে আসে ও একজন তার সাথে থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়’ *(বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০; মিশকাত হা/৫১৬৭)*।

১৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ-

(১৩) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার জন্য খুব কষ্টদায়ক হয়, তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে’ *(মুসলিম হা/৭৯৮; বুখারী হা/৪৯৩৭; মিশকাত হা/২১১২)*।

১৪. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ : فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا-

(১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারো ঘরের দরজায় যদি একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, না তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, এটিই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দৃষ্টান্ত। এ ছালাতগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহ নিঃশেষ করে দেন’ *(মুসলিম হা/৬৬৭; বুখারী হা/৫২৮; মিশকাত হা/৫৬৫)*।

১৫. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ–

(১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান এর মাঝে যত গুনাহ করা হয়, সবগুলির কাফফারা হয়। যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে' *(মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪)*।

১৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ–

(১৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাংখা করবে। আর তার মুখ কখনোই ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন' *(বুখারী হা/৬৪৩৯; মুসলিম হা/১০৪৮)*।

১৭. عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ جَنَاهَا–

(১৭) রাসূল (ছাঃ)-এর আযাদকৃত দাস ছাওবান (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের খুরফার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কি? উত্তর দিলেন, তাঁর ফলমূল' *(মুসলিম হা/২৫৬৮)*।

১৮. عَنْ مُعَاذٍ رضى الله عنه قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ : يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ. قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا-

(১৮) মু‘আয (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর গাধার পিছনে ছিলাম। তাকে বলা হ’ত উফাইর। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মু‘আয! তুমি কি জান বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার কী? আর আল্লাহ্র প্রতি বান্দার অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার হ’ল, তারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র প্রতি বান্দার অধিকার হ’ল, যে বান্দা আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে না তাকে শাস্তি না দেওয়া’ *(বুখারী হা/২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০; মিশকাত হা/২৪)*।

১৯. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ-

(১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে ওযূর চিহ্নের কারণে শ্বেত-শুভ্র অবস্থায় ডাকা হবে। অতএব যে চায় সে যেন তার ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর চেষ্টা করে’ *(বুখারী হা/১৩৬; মুসলিম হা/২৪৬; মিশকাত হা/২৯০)*।

২০. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا فِى أَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَلاَ

تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ–

(২০) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা করবে। কাঁধে কাঁধ মিলাবে, ফাঁকা সমূহ বন্ধ করবে এবং তোমাদের ভাইদের সাথে নরম হয়ে থাকবে। মধ্যখানে শয়তানের জন্য ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতারকে মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমতের সাথে মিলান। আর যে ব্যক্তি কাতারে ফাঁকা রাখে আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত হ'তে পৃথক রাখেন' *(আবুদাঊদ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/১১০২)*।

২১. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ–

(২১) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইফতার করার পর বলতেন, *(যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ)* 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল' *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩)*।

২২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ–

(২২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন, তার দশটি পাপ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়' *(নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২)*।

২৩. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ

فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-

(২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর *সুবহা-নাল্লাহ* ৩৩ বার, *আল-হামদুলিল্লাহ* ৩৩ বার, *আল্লাহু আকবার* ৩৩ বার পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য একবার *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর* পড়ে, তার সব গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমাণ হয়' *(মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৭)*।

২৪. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

(২৪) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবার-পরিজন এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। তাকে তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এমনকি দাসও তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

অতএব মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

২৫. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى-

(২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল' *(বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

২৬. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا-

(২৬) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তারাই, যাদের দু'পায়ের জুতা ও ফিতা আগুনের হবে। যার কঠিন তাপে তার মস্তিষ্কের ঘিলু টগবগ করে ফুটবে, যেমনভাবে উত্তপ্ত ডেকচির পানি টগবগ করে ফুটে থাকে। সে ভাববে যে তার চাইতে কঠিন শাস্তি কারু হচ্ছে না। অথচ জাহান্নামীদের মধ্যে তার শাস্তিই হবে সবচেয়ে হালকা' *(মুসলিম হা/২১৩; মিশকাত হা/৫৬৬৭)*।

২৭. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ-

(২৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত বছর চলার পর শেষ প্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবে’ *(বুখারী হা/৩২৫২; মুসলিম হা/২৮২৬)*।

২৮. عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ-

(২৮) বাহ্‌য বিন হাকীম তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর (বাহ্‌যের) দাদা হ’তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিন ব্যক্তির চক্ষু জাহান্নাম দর্শন করবে না। (১) যে চক্ষু আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি যাপন করেছে (২) যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে এবং (৩) যে চক্ষু আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করা থেকে বিরত থেকেছে’ *(ত্বাবারাণী হা/১০০৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১২৩১)*।

২৯. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِى صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ-

(২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ’তে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয় তা হ’ল- ১. সেই ইলম যা সে শিক্ষা দিয়েছে ও প্রচার করেছে ২. নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে ৩. কুরআন মাজীদ যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে ৪. মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে ৫. মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে ৬. পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে ৭. ছাদাক্বাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরেও তার সাথে মিলিত হবে’ *(ইবনু মাজাহ হা/২৪২; মিশকাত হা/২৫৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৭)*।

৩০. عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ–

(৩০) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে, অতঃপর সে শস্য বা গাছ পশু-পক্ষী, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী হা/২৩২০; মুসলিম হা/১৫৫৩; মিশকাত হা/১৯০০)*।

৩১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ–

(৩১) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব' *(বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭)*।

৩২. عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ–

(৩২) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি কোন সৎ কাজকে ছোট মনে কর না, যদি তুমি তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎও কর' *(মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪)*।

৩৩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ–

(৩৩) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘মুসলমান তিনি যার যবান ও হাত হ’তে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে এবং মুহাজির তিনি, যিনি আল্লাহ্র নিষেধ সমূহ হ’তে হিজরত করেন’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৬)*।

34. عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ-

(৩৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে ‘সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম ওয়া বিহামদিহী’ (প্রশংসা সহ মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি) তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৪)*।

34. عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ-

(৩৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে ‘সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম ওয়া বিহামদিহী’ (প্রশংসা সহ মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি) তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৪)*।

35. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّى : اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّبا-

(৩৫) উম্মে সালামা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বলতেন, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস’আলুকা ‘ইলমান নাফে‘আন, ওয়া ‘আমালাম মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়েবান’ (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি) *(ইবনু মাজাহ হা/৯২৫, মিশকাত হা/২৪৯৮)*।

সপ্তম শ্রেণী

(৪৫টি হাদীছ)

১. عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ–

(১) আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর' *(তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৬০, সনদ হাসান)*।

২. عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ–

(২) মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ্র কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল, তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল' *(মুসলিম হা/২৮৫৮; মিশকাত হা/৫১৫৬)*।

৩. عَنْ عُمَرَ بْن أَبِى سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلاَمًا فِى حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ–

(৩) ওমর বিন আবূ সালামা (রাঃ) বলেন, 'আমি শৈশবে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূল

(ছাঃ) আমাকে বললেন, বৎস, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হ'তে খাও' *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

৪. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ-

(৪) আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন 'আছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, 'যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন সে যা বলে তোমরা তা বলবে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য ১০টি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য অসীলা চাও। কেননা সেটি জান্নাতের এমন মর্যাদাসম্পন্ন জায়গা, আল্লাহ্র একজন বান্দা ব্যতীত তা কেউ অর্জন করতে পারবে না। আশা রাখি আমিই হব সেই জন। সুতরাং যে আমার জন্য অসীলা চাইবে, তার জন্য শাফা'আত আবশ্যক হয়ে যাবে' *(মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭)*।

৫. عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ-

(৫) আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখো, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং নিজের বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বল' *(ছহীহাহ হা/১৯১১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৬৭)*।

৬. عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ-

(৬) আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিকর করে এবং যে যিকর করে না, তাদের উপমা হ’ল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়’ *(বুখারী হা/৬৪০৭; মুসলিম হা/৭৭৯; মিশকাত হা/২২৬৩)*।

৭. عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا–

(৭) আবু মূসা (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনে পাপকারী তওবা করে। তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতে পাপকারী তওবা করে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত তিনি এটা জারি রাখবেন)’ *(মুসলিম হা/২৭৫৯; মিশকাত হা/২৩২৯)*।

৮. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ–

(৮) আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে লোক সকল! পরস্পর সালাম বিনিময় কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, রাতে ছালাত আদায় কর যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে, তাহ’লে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৫১; তিরমিযী হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/১৯০৭)*।

৯. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ

الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ–

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?' *(বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩)*।

১০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–

(১০) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম (সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে) *গায়রিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালাযযাল্লীন* বলবে তখন তোমরা বল আমীন। কেননা যার কথা ফেরেশতামণ্ডলীর কথার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের পাপরাশি মার্জনা করে দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/৭৮২; মুসলিম হা/৪০৯; মিশকাত হা/৮২৫)*।

11. عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ–

(১১) আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হ'ল। তাদের একজন আলেম,

অপরজন আবেদ। তখন তিনি বললেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঐরূপ, যেরূপ আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়া করেন এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান যমীনের অধিবাসী, এমনকি পিপীলিকা তার গর্তে থেকে এবং মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করে' *(তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩)*।

১২. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا-

(১২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম টেনে বের করে নেবেন না। বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন তিনি কোন আলেমকে অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হ'লে বিনা ইলমেই তারা ফৎওয়া (সিদ্ধান্ত) দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে' *(বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬)*।

১৩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ-

(১৩) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহ্র রাসূল লা'নত করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

১৪. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ–

(১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিম বান্দার কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা নেই। এমনকি কোন কাঁটা বিধলেও (যদি সে ছবর করে ও আল্লাহ্র উপরে খুশী থাকে), তাহ'লে তার কারণে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন' *(বুখারী হা/৫৬৪১; মিশকাত হা/১৫৩৭)*।

১৫. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ–

(১৫) উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করলাম সুখে-দুখে, স্বাচ্ছন্দে-অপসন্দে এবং আমাদের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং এ বিষয়ের উপর যে, আমরা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না এবং যেখানেই থাকি না কেন আমরা সর্বদা হক্ব কথা বলব । আর আল্লাহ্র জন্য কোন নিন্দুকের নিন্দাকে আমরা ভয় করব না' *(মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/৩৬৬৬)*।

১৬. عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ. فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَىْءٍ مَعَهُ–

(১৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন তেলাওয়াতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন

তাকে বলা হবে, (কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হ'তে থাক। অতঃপর সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এভাবে সে তার (মুখস্থ করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে' *(আহমাদ হা/১১৩৭৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮০)*।

১৭. عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ. يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ-

(১৭) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় নেক আমল আর নেই। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি (তার সৎকাজ এর চেয়েও বেশী মর্যাদাপূর্ণ)' *(বুখারী হা/৯৬৯; আবুদাঊদ হা/২৪৩৮; মিশকাত হা/১৪৬০)*।

১৮. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَغُدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

(১৮) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হ'তে উত্তম' *(বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৩৭৯২)*।

19. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ-

(১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম অল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব শুভ পরিণাম এই কমসংখ্যক লোকের জন্যই' *(মুসলিম হা/১৪৫, মিশকাত হা/১৫৯)*।

২০. عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَالُ-

(২০) কা'ব বিন ইয়ায (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য বিপদ রয়েছে। আর আমার উম্মতের বিপদ হ'ল সম্পদ' *(তিরমিযী হা/২৩৩৬; মিশকাত হা/৫১৯৪)*।

21. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ-

(২১) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কবরের অধিকাংশ আযাব ঐ কারণেই হয়ে থাকে' *(দারাকুৎনী হা/৪৫৩, ছহীহুল জামে' হা/৩০০২)*।

22. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً-

(২২) হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে তাকে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

23. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ-

(২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'মিথ্যা কসম পণ্যের কাটতি বাড়িয়ে দিলেও বরকত কমিয়ে দেয়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৯৪)*।

২৪. عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ–

(২৪) হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যে সকল বিষয়ে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন : (১) তোমরা জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন কর (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ কর (৩) তাঁর আনুগত্য কর (৪) (দ্বীনের প্রয়োজনে) হিজরত কর এবং (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর। আর যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'ল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের প্রতি দাওয়াত দিল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ হা/১৭২০৯, তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪)*।

২৫. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ–

(২৫) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনছার ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম দিল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সর্বোত্তম মুমিন কে? তিনি বললেন, যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। অতঃপর বলল, সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে? তিনি বললেন, 'যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*।

২৬. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ-

(২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল হ'ল তিনটি : (১) যা সে খায়, অতঃপর তা নিঃশেষ করে। (২) যা সে পরিধান করে, অতঃপর তা জীর্ণ করে এবং (৩) যা সে ছাদাক্বা করে, অতঃপর তা (পরকালের জন্য) সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যাবে এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যাবে' *(মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬)*।

২৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا-

(২৭) আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'হে আব্দুর রহমান বিন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ তোমাকে যদি সেটা চাওয়ার ফলে দেওয়া হয়, তাহ'লে সেদিকেই তোমাকে সমর্পণ করা হবে। আর যদি তুমি না চেয়েই সেটা পাও, তবে এর জন্য তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২, মুসলিম হা/১৬৫২)*।

২৮. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا، لاَ مَا صَلَّوْا-

(২৮) উম্মে সালামা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের উপর অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কোন কাজ তোমরা অপসন্দ করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে, সে (মুনাফিকী থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে খুশী হবে ও তার অনুসরণ করবে (সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)। এ সময় ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি ঐসব শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম হা/১৮৫৪)*।

২৯. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ-

(২৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে সওয়ারীতে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিব। আল্লাহ্র বিধানকে সংরক্ষণ কর আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ্র বিধানকে

হেফাযত কর, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। কিছু চাইলে তাঁর নিকটেই চাইবে। সাহায্য চাইলে তাঁর নিকটেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ! যদি সমস্ত সৃষ্টিজগৎ একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা যদি সমবেতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহ'লেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন তার বাইরে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, দফতর শুকিয়ে গেছে' *(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২)*।

৩০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ-

(৩০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। আর যদি তুমি তা না কর তাহ'লে আমি তোমার দু'হাতকে ব্যস্ত তায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না' *(ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭, মিশকাত হা/৫১৭২)*।

৩১. عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ-

(৩১) আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল। অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭)*।

৩২. عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

(৩২) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দিয়ে বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত। তুমি এমন আরোগ্য দাও, যা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখে না' *(বুখারী হা/৫৭৪৩; মুসলিম হা/২১৯১; মিশকাত হা/১৫৩০)*।

৩৩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ–

(৩৩) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমার দ্বারা যদি একজন লোককেও আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উট কুরবানীর চেয়েও উত্তম হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৮০)*।

৩৪. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ–

(৩৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন অন্যায় হ'তে দেখে, তখন সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হ'লে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাতেও সক্ষম না হ'লে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান' *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

35. عَنِ الْمِقْدَاد بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ-

(৩৫) মিকদাদ ইবনু মা'দী কারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কারও জন্য নিজ হাতে উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতের উপার্জন খেতেন' (*বুখারী হা/২০৭২; মিশকাত হা/২৭৫৯*)।

৩৬. عَنْ عُمَرَ إِبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَّا نَوى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِه وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُه إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

(৩৬) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার সে নিয়ত করবে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই (গণ্য) হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তার হিজরত সেদিকেই (গণ্য) হবে, যার দিকে সে হিজরত করেছে' (*বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭*)।

৩৭. عَنْ أَنْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ-

(৩৭) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা' (*আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮২১*)।

৩৮. عَنِ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ-

(৩৮) আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে ও আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা করে এবং আল্লাহ্র জন্য দান করে ও আল্লাহ্র জন্যে কৃপণতা করে, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩০)*।

৩৯. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ-

(৩৯) আমর বিন শু'আইব (রাঃ) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে তখন তাদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও। আর ছালাতের জন্য প্রহার কর যখন তারা দশ বৎসরে পদার্পণ করবে। আর তখন তাদের জন্য আলাদা আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করে দাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২)*।

৪০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا، فَأَضِرُّوْا بِالْفَانِي لِلْبَاقِيْ-

(৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়া চায়, সে আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে আখেরাত কামনা করে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত কর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭৯)*।

41. عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ-

(৪১) নাওয়াস বিন সাম'আন আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সৎকর্ম ও পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সৎকর্ম হ'ল উত্তম চরিত্র। আর পাপকর্ম হ'ল যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তা অন্য কেউ জেনে যাওয়াকে তুমি অপসন্দ কর' *(মুসলিম হা/২৫৫৩, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

42. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ-

(৪২) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, অধিকাংশ মানুষ যা জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইয্যতের ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় সমূহে পতিত হবে, সে হারামে পতিত হবে। যেমন একজন রাখাল ক্ষেতের সীমানায় ছাগল চরালে সে তাতে ঘাস খাবে। মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহ্র একটি সীমানা রয়েছে। আর আল্লাহ্র সীমানা হচ্ছে তাঁর হারাম সমূহ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

43. عَنْ بِلاَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الجَسَدِ-

(৪৩) বেলাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রাতের ছালাত আদায় কর। কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের অনুসৃত নিয়ম, তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উপায়, গোনাহ থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম, পাপমোচনকারী এবং দেহ থেকে রোগ দূরকারী' *(তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭)*।

44. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ-

(৪৪) যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোগ তোমাদের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করবে। আর তা হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ, যা সবকিছুর মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না, চুল মুণ্ডনকারী। বরং তা হবে দ্বীনকে মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী)। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের খবর দিব না, কোন্ বস্তু তোমাদের মধ্যে ভালবাসাকে দৃঢ় করবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও' *(তিরমিযী হা/২৫১০, মিশকাত হা/৫০৩৯)*।

৪৫. عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِيْ خَيْرًا-

(৪৫) উম্মু কুলছূম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে, ভালো কথা বলে ও কল্যাণ কামনা করে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৫)*।

নবম শ্রেণী

(২৫টি হাদীছ)

১. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ-

(১) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জিবরীল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনভাবে উপদেশ করতে থাকেন যে, অবশেষে আমার মনে হ’ল, তিনি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিছ (উত্তরাধিকারী) বানিয়ে দিবেন’ *(বুখারী হা/৬০১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪)*।

২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ-

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘(যদি সুখী হতে চাও) তবে যে ব্যক্তি তোমাদের চেয়ে নীচু, তার দিকে তাকাও। কখনো ঐ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না, যে তোমাদের উপরে। তাহ’লে তোমরা আল্লাহ্র নে‘মত সমূহকে তুচ্ছ মনে করবে না’ *(তিরমিযী হা/২৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪২)*।

৩. عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ-

(৩) হযরত কা‘ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, ‘দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর’ *(তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১)*।

8. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ–

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে (এমন কাজের কথা) বলব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার গুনাসমূহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন, কষ্টকর অবস্থাতেও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা, ছালাতের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া এবং এক ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এই কাজগুলিই হ'ল সীমান্ত প্রহরা' *(মুসলিম হা/২৫১; মিশকাত হা/২৮২)*।

৫. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ–

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে) তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়' *(বুখারী হা/৬৪০৫; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২২৯৬)*।

৬. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. ثَلاَثًا. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ–

(৬) আব্দুর রহমান বিন আবী বাকরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি একথা তিনবার বললেন, সকলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। এরপর বললেন, সাবধান, মিথ্যা কথা বলা' *(বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭)*।

৭. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

(৭) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ তার আমীরের মাঝে অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করলে, সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও আলাদা হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে' *(বুখারী হা/৭১৪৩; মুসলিম হা/১৮৪৯)*।

৮. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِى قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَهُ اللهُ فِى كِتَابِهِ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায় তখন তার অন্তরকে পরিস্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে তাহ'লে দাগও বাড়তে থাকে। এটাই হ'ল মরীচিকা, যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২)*।

৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ–

(৯) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নারী-পুরুষ সকলকেই এভাবে একত্রিত করা হ'লে তো একজন আরেকজনের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! একজন আরেকজনের দিকে দৃষ্টিপাত করার চেয়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত ভয়াবহ হবে' *(মুসলিম হা/২৮৫৯; মিশকাত হা/৫৫৩৬)*।

১০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ–

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং মানুষের অন্তর যা কখনো কল্পনাও করেনি। তিনি বলেন, এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখছ, তার কোনই মূল্য নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, 'কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(বুখারী হা/৪৭৮০; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২)*।

১১. عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ

وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ. قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ–

(১১) ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা কিছু চাও, আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব। তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পর্দা তুলে ফেলবেন। তখন আল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিপাতের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় কোন কিছুই তাদেরকে দেয়া হবে না' *(মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬)*।

১২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ–

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে একজন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, এটা কি করে পেলাম? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; ছহীহাহ হা/১৫৯৮)*।

১৩. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ–

(১৩) বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ৭টি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ১. রোগীর সেবা করা ২. জানাযায় গমন করা ৩. হাঁচিদাতার উত্তর দেয়া ৪. দুর্বল ও ৫. মাযলূমকে সাহায্য করা ৬. সালামের প্রসার ঘটানো ৭. শপথকারীর শপথ পূর্ণ করা *(বুখারী হা/৬২৩৫; মুসলিম হা/২০৬৬)*।

১৪. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّيْ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ–

(১৪) আওফ বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি জানাযায় যে দো'আ পাঠ করেন আমি তা থেকে এটি মুখস্থ করেছি, হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হ'তে ও জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন' *(মুসলিম হা/৯৬৩; মিশকাত হা/১৬৫৫)*।

১৫. عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَل الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ. فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ–

(১৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন তেলাওয়াতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, (কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হ'তে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত

হবে। এভাবে সে তার (মুখস্থ করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে' *(আহমাদ হা/১১৩৭৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮০)*।

১৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ-

(১৬) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, যা তাতে নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০)*।

১৭. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ-

(১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে' *(মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪)*।

১৮. عن أَبِى أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

(১৮) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, (১) তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর' *(তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১)*।

১৯. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ

فِى عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ–

(১৯) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যেদিন আল্লাহ্র বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে (৩) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (৪) এমন দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী (অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার জন্য) আহ্বান করে, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) এমন ব্যক্তি যে গোপনে ছাদাক্বা করে কিন্তু তার বাম হাত জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়' *(বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১)*।

২০. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ–

(২০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল তাওহীদের ঘোষণা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা' *(বুখারী হা/৯, মুসলিম হা/৩৫, মিশকাত হা/৫)*।

২১. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

(২১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে একজন বলে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও। অপরজন বলে, হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও' *(বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০)*।

২২. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ-

(২২) উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দান দানকারীর কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে' *(বায়হাক্বী, শু'আব হা/৩৩৪৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৭৩)*।

23. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-

(২৩) সালমান বিন আমের আয-যাব্বী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মিসকীনকে দান করায় একটি নেকী এবং আত্মীয়কে দান করায় দু'টি নেকী হাছিল হয়। একটি দানের নেকী এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার নেকী' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; নাসাঈ হা/২৫৮২; মিশকাত হা/১৯৩৯)*।

24. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا،

وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا–

(২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো সম্পর্কে (মন্দ) ধারণা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। কারো গোপন দোষ তালাশ কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি কর না, পরস্পর হিংসা রেখ না, পরস্পর শত্রুতা পোষণ কর না এবং একে অন্যের পিছনে লেগ না। বরং আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮)*।

২৫. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُوْلُ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ–

(২৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেযগার ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১৮)*।

দশম শ্রেণী

(২৫টি হাদীছ)

১. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ- إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ-

(১) হযরত ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

২. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ-

(২) ওছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে তার শরীর থেকে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪)*।

৩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

(৩) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি আচরণ থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। (১) আমানত রাখা হ'লে তার খিয়ানত করে (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (৩) যখন কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন বাক-বিতণ্ডা করে তখন বাজে কথা বলে' *(বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৬)*।

৪. قَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ–

(৪) আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন কোন মুসলমান সকাল বেলায় কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তখন তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করে। আর সন্ধ্যা বেলায় কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত হয়ে যায়' *(তিরমিযী হা/৯৬৯; আবুদাউদ হা/৩০৯৮; মিশকাত হা/১৫৫০)*।

৫. عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى–

(৫) আবু নাযরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে লোক সকল! জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (আল্লাহ) এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। অতএব কোন অনারবী ব্যক্তির উপরে

আরবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কোন আরবী ব্যক্তির উপরেও অনারবী ব্যক্তির, কালো বর্ণের উপরে লাল বর্ণের এবং লাল বর্ণের উপরে কালো বর্ণের লোকের কোনই প্রাধান্য নেই, কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ব্যতীত' *(আহমাদ হা/২৩৫৩৬, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০)*।

৬. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْتَ قَالَ : وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ-

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম করে যাও এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা জেনে রাখ যে, 'তোমাদের কেউ তার আমলের মাধ্যমে নাজাত পাবে না। তারা বললেন, আপনিও নয় হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমিও না। যদি না আল্লাহ আমাকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা আবৃত করেন *(মুসলিম হা/২৮১৬)*।

৭. عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا-

(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন' *(বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩)*।

৮. عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه قَال سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ-

(৮) আবু কাতাদা আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আরাফাতের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, তা বিগত এক বছরের ও আগামী বছরের পাপ মোচন করে দেয়া হয়' *(মুসলিম হা/১১৬২)*।

৯. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ-

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরা পরবর্তী ওমরা পর্যন্ত (ছাগীরা) গোনাহের কাফফারা এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়' *(বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮)*।

১০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৯০)*।

১১. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِىْ النَّارِ-

(১১) ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত সমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টিসমূহ হ'তে দূরে থাকবে। কেননা (দ্বীনের মধ্যে) যেকোন নতুন সৃষ্টি হ'ল বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হ'ল পথভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম' *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; নাসাঈ হা/১৫৭৮; মিশকাত হা/১৬৫)*।

১২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে তার নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিল' *(বুখারী হা/৬১৯৭; মুসলিম হা/৩; মিশকাত হা/১৯৮)*।

১৩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ–

(১৩) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট একজন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড থেকে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া সহজতর' *(তিরমিযী হা/১৩৯৫; নাসাঈ হা/৩৯৮৭; মিশকাত হা/৩৪৬২)*।

১৪. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ–

(১৪) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বা) এবং তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (লজ্জাস্থান)-এর যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব' *(বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২)*।

১৫. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ : أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ–

(১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক হক্বদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি আবার বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? রাসূল

(ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা' *(বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১)*।

১৬. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ : الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ-

(১৬) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'চারটি বস্তু হ'ল সৌভাগ্যের নিদর্শন : পুণ্যবতী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ী, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি বস্তু হ'ল দুর্ভাগ্যের নিদর্শন : মন্দ প্রতিবেশী, মন্দ স্ত্রী, সংকীর্ণ বাড়ী ও মন্দ বাহন' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৮৯)*।

১৭. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ-

(১৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা সত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ সেটি ক্বিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। অতএব কতইনা সুন্দর দুগ্ধদায়িনী (নেতৃত্ব) ও কতই না মন্দ দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিনী (নেতৃত্ব হারানো)' *(বুখারী হা/৭১৪৮; মিশকাত হা/৩৬৮১)*।

১৮. عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِى عَمِّى فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ-

(১৮) আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি ও আমার চাচার সন্তানদের দু'জন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। ঐ দু'জনের একজন বলে বসে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে

ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তার কোন একটা দায়িত্ব আমাদের দিন। অন্যজনও তার মত বলে ওঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো এই কাজের দায়িত্ব তাকে দেই না যে তার আবেদন করে এবং তাকে দেই না যে তা পাওয়ার লোভ করে' *(বুখারী হা/৭১৪৯; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩)*।

১৯. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ-

(১৯) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই তোমরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে' *(তিরমিযী হা/২১৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০)*।

২০. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً عَاقٌّ، وَمَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ-

(২০) আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির নিকট হ'তে আল্লাহ ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না। (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) দান করে খোটা দানকারী এবং (৩) তাকদীরকে অস্বীকারকারী' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮৫)*।

২১. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تُجَالِسُوهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ-

(২১) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শেষ যামানায় এমন এক শ্রেণীর মানুষ হবে, যারা মসজিদে গোল হয়ে

বসবে। যাদের ইমাম হবে দুনিয়া (অর্থাৎ তারা মসজিদে জাগতিক কথা আলোচনা করবে)। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসবে না। কারণ আল্লাহ্র তাদের কোন প্রয়োজন নেই' *(ত্বাবারাণী হা/১০৪৫২; ছহীহাহ হা/১১৬৩)*।

২২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا–

(২২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও ছালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর কি গুরুত্ব রয়েছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারী ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারীর সাহায্য নিত। তারা যদি জানত যে, আগে আগে মসজিদে আসার কি ফযীলত, তাহ'লে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। আর তারা যদি জানত যে, এশা ও ফজরের ছালাত (জামা'আতে) পড়ার ফযীলত কত বেশী, তাহ'লে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হ'লেও তারা অবশ্যই আসত' *(বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; মিশকাত হা/৬২৮)*।

২3. عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضى الله عنها كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ، وَلاَ فِى غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا–

(২৩) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে আবু সালামা জিজ্ঞেস করলেন যে, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের

ছালাত ১১ রাক‘আতের বেশী ছিল না। প্রথমে চার রাক‘আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। তারপর (আবার) চার রাক‘আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিন রাক‘আত (বিতর) পড়তেন’ *(বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম হা/৭৩৮)*।

২৪. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ-

(২৪) আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুফারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুফারিশ গ্রহণ কর। আর কুরআন বলবে, আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুফারিশ গ্রহণ কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতএব ওদের উভয়ের সুফারিশ গৃহীত হবে’ *(হাকেম হা/২০৩৬; আহমাদ হা/৬৬২৬; মিশকাত হা/১৯৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৪)*।

২৫. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا-

(২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ তার কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১১)*।

***

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** হাদীছ সংকলন (১) ২৫/= **৫.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**